চরিত্র উড়ে যায়, যেতে পারে

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

গল্পকার চরিত্র ঠিক করেছেন, কিন্তু গল্প ঠিক করতে পারছেন না। চরিত্রের নামটি পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছেন, দিনেন্দ্রনাথ-দিননাথ-দিনু। পদবিও ঠিক করে ফেলেছেন— দিনেন্দ্রনাথ পাঠক, সংক্ষেপে দিনু পাঠক। কিন্তু গল্প ঠিক করতে পারছেন না, ভাবছেন, ভাবতে থাকেন। কারোর ফোন বা মোবাইল ধরছেন না। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, ভেজিটেবিল স্যুপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, পায়চারি করছেন, বসছেন। সিগারেট পুড়ছে। পত্রিকা পড়ছেন নন্দীগ্রাম, খেজুরি, লালগড়, মারপিট, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, খুন-রক্ত, ধর্ষণ, দুমড়ে - মুচড়ে, পাতার পর পাতা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, আবার তুলে হাত দিয়ে টান টান করে কি একটা সংবাদ খুঁজছেন। তারপর রকিং চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন। দিনু পাঠককে তিনি কোথায় রাখবেন গ্রামে না শহরে, মফস্বলে না শহরতলিতে, মনস্থির করতে পারছেন না। একবার ভাবলেন নন্দীগ্রাম দৈনিক সংবাদ - পত্রের দশটা সংবাদ পণ্যবস্তুর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য-সংবাদ। এখনও সেখানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলছে গরিবে গরিবে, মধ্যবিত্তে মধ্যবিত্তে, নেতায় নেতায়, পঞ্চায়েতে ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজন - পোষণ, সরকারি টাকার নয়ছয়। নন্দীগ্রামের সাথে খেজুরির সংঘর্ষ লেগেই আছে। নন্দীগ্রামে - খেজুরিতে - পার্টি অফিস ভাঙচুর চলছে, আগুন জ্বলছে, লুটপাট চলছে। ত্রাণ শিবিরে বসে আছে বুড়োবুড়ি, সদ্য বিধবা, কোলে হাড়গিলে শিশু, স্বামীহারা পোয়াতি। গল্পকারের কবি - বন্ধু প্রভু সামন্ত নন্দীগ্রামে থাকে, বন্ধুর শ্বশুর বাড়ি খেজুরিতে, কয়েক দিন আগে প্রভু সামন্ত এসেছিল গল্পকারের কাছে, বলেছিল, কারোর দুঃসময়, কারোর সুসময়। মনের ভেতর বসে আছে ভয়, আর ভয়। সংবাদের ভাষায় 'সন্ত্রাস'।

অতএব দিননাথকে গল্পকার পাঠালেন প্রথমে নন্দীগ্রামে। বলেন যাও দিনু। গান শুনিয়ে এসো। ওদের ভয়মুক্ত করো। সকাল বেলাতেই দিনু রওনা দেয়। গাছের হাওয়া গায়ে মেখে, পাখির শিস শুনতে শুনতে, তাল -তমালের ছায়া দিয়ে, পুকুরের ধার দিয়ে, ঝোপঝাড়ে প্রজাপতির ছুটোছুটি দেখতে দেখতে এসে পৌঁছয় নন্দীগ্রামের ত্রান - শিবিরে। দেখে পোয়াতি গোঙাচ্ছে। নেংটো ছেলেটা বুড়ি ঠাম্মার কোলে বসে মুড়ি চিবোচ্ছে। সেই মুড়ি থেকে থাবা মেরে মুখে পুরছে বুড়ি ঠাম্মার আরেক নাত্‌নি। ত্রাণ শিবিরের স্বেচ্ছাসেবক নানারকম প্রশ্ন করে বাউল দিননাথকে।

কোথায় থাকা হয় বাউলবাবাজী
খেজুরিতে, কৃষ্ণানন্দ আশ্রমের পাশে
এখানে এসেছ কেন
বাউলগান শোনাতে
কি নাম তোমার
দিনেন্দ্রনাথ পাঠক
পরিবার কোথায়
পরিবার ছিল, এখন নাই, বৌটাকে তিনজনে ধর্ষণ করেছে, পরে পালিয়ে গেছে শহরে।
পাপের শরীর পাপের ঘরে যায় রে মন
ঘর কোঠা জ্বালিয়ে দিয়েছে, মেয়ে দুটো হারিয়ে গেছে
মহিলা কমিশনের মোটা মেইয়্যাটা বলছে, মেয়ে দুটোকে খুঁজে বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে যাবে
যাগগে আমি গান, গাই, শোনেন—

দিনু গান ধরতে যাবে, তখনি একজন স্বেচ্ছাসেবিকা বলে উঠল,—'দাঁড়ান। এই ঠাণ্ডা জলটা বাতাসটা খেয়ে নিন।' ঢগ ঢগ শব্দে এক গ্লাস জল - বাতাসা খেয়ে দিননাথ বাউল গান ধরে—

চরিত্র উড়ে যায়, যেতে পারে
মন - পাখি তুই কোথায় আছিস
এই গাঁ শ্মশান হল রে মন
মন - পাখিরে
প্রাণ - জল দিয়ে যারে দয়াল, শস্য দিয়ে যা
মন - পাখি তুই কোথায় পালাস, কোন শিবিরে

একদিন গল্পকার দিননাথকে এই বাউল সংগীতটির একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'দিনু মানুষের মধ্যে একটা মন - পাখি থাকে, সেই মন পাখি গান শোনায়, যখন মানুষ একা থাকে, সেই মন - পাখি মানুষকে ওড়ায়, চলার ছন্দ, চলার গতি এনে দেয়। মন - পাখি মন থেকে উড়ে গেলে মানুষের মন শ্মশান হয়ে যায়। মানব - জীবনের গতি থেমে যায়।' ব্যাখ্যাটা দিনুর মনে ধরেছিল ফলে এই গানটাই নন্দীগ্রামের ত্রাণ-শিবিরে গেয়েছিল।

।। দুই।।

এবার গল্পকার দিনুকে পাঠায় খেজুরির ত্রাণ-শিবিরে। বলেন, 'যাও দিনু খেজুরির ত্রাণ - শিবিরে যাও। সেখানে তুমি লালন - ফকিরের গান শোনাবে।' দিননাথ খেজুরিতে আসে। গাছ - ঘেরা, পাখি ডাকা গাঁয়ে সাপলা - ঘেরা পুকুর পারে এসে ঝোলা থেকে শান্তিনগরের গামছা বের করে ঠাণ্ডা জলে কানে আঙুল ঢুকিয়ে ডুব - দেয়, ওঠে। নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ডুব দেয়, আবার ওঠে, বেশ কয়েক বার। স্নান সেরে কদম গাছের তলায় এসে আবার ঝোলা গেরুয়া পোষাক শরীরে চাপায়। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল মুছে, গামছা চিপে গামছাটা পাগড়ির মতো করে মাথায় বাঁধে। শরতের তপ্ত চাপা রোদ ভেজা গামছা আটকায়। গাছের ছায়ায় গা ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটতে থাকে দিনু সাঁইজী, হাতে একতারা, আঙুলের ডগায় ঠুন ঠুন তারের শব্দ। খবর নিয়ে জানতে পারে কোন ত্রাণ - শিবিরে খিচুড়ি - তরকারি খাওয়াচ্ছে, সেখানে যায়। খাওয়া শেষ হলে ত্রাণ - শিবিরের একজন স্বেচ্ছাসেবক দিননাথের সামনে এসে দাঁড়ায়, নানারকম প্রশ্ন করে—

কোথায় থাকা হয় সাঁইজী
নন্দীগ্রামে, রাধাসুন্দরী - মন্দিরের পাশে

এখানে এসেছো কেন
লালন ফকিরের গান শোনাতে
কি নাম তোমার
দিনু পাঠক, লোকে বলে দিননাথ সাঁইজী
পরিবার কোথায়
পরিবার ছিল, এখন নাই। বৌটাকে ধর্ষণ করেছে তিনজনে
পরে শহরে পালিয়ে গেছে, পাপের শরীর পাপের ঘরে যায় রে মন।
ঘর কোঠা জ্বালিয়ে দিয়েছে। মেয়ে দুইটা হারিয়ে গেছে।
মহিলাকমিশনের মোটা মেইয়্যা বইলছে, মেয়ে দুটাকে খুঁজে
বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে যাবে
যাগ্ গে, আমি গান গাই, শোনেন—

দিনু গান ধরতে যাবে তখনি একজন স্বেচ্ছাসেবিকা বলে উঠল, 'দাঁড়ান, এই ঠাণ্ডা জলটা বাতাসাটা খেয়ে নিন'। ভালোই খিচুড়ির পর ঠাণ্ডা জল - বাতাসা। ঢগ ঢগ শব্দে এক গ্লাল জল-বাতাসা খেয়ে দিননাথ সাঁইজী লালন ফকিরের গান ধরেন। গল্পকারের নির্দেশ মতো সেই গানটা—

মন, তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে

গল্পকার এই গানটারও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। দিনু পাঠক মন দিয়ে শুনেছিল। বলেছিলেনস 'জানিস দিনু। এই খাঁচাটা হচ্ছে রাজনীতির খাঁচা। একদিন খসে পড়বেই, ধর্মের খাঁচা, জাতা-পাতের খাঁচা, বড়লোকের খাঁচা, গরিবের খাঁচা। সবাই আমরা খাঁচার মধ্যেই আছি রে দিনু। তাই এতো মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি।'

খিচুড়ি খাওয়ার পর সবাই ঘুমে ঢুলে পড়ছিল, গান শুনে সবাই চোখ খুলে বসে পড়ল। তাই না দেখে দিনু উৎসাহিত হয়ে বলে, 'লালনের আরেকটো গান গাই। শুনবা, নাকি দিবা নিদ্রা যাবা।'

'হ হ শুইনবো সাঁইজী'— কথার পর কথা কানে যেতেই দিননাথ লালনের আরেকটি গান ধরতে যাবে, একতারাটা ঠুন্ঠান করছে, সেসময় মতিনবিবি (স্বামীকে কুপিয়ে মেরেছে), সনাতনের বৌ (সনাতনকে মেরে নদীর জলে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে) দিননাথের কাছে এসে বসে। দিননাথ গান ধরে—

এমন সমাজ কবে গো সজন হবে
যেদিন হিন্দু - মুসলমান - বৌদ্ধ - খৃষ্টান
জাতি - গোত্র নাহি রবে।

।। তিন।।

এরপর গল্পকার দিনানাথকে নিয়ে কি করবেন বুঝতে পারছেন না। গল্পটা টেনে নিয়ে কোথায় শেষ করবেন বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত চমক সৃষ্টির জন্য দিনুর হাতে একটা পাইপগান ধরিয়ে দেবে ভাবলেন। তারপর সংবাদ পত্রে হেডলাইন হবে 'বাউলের হাতে পাইপগান'। না গল্পকার এভাবেও গল্পটা শেষ করতে পারবেন না। তাহলে কলি - অপেরার যাত্রা হয়ে যাবে। গল্পটা যেখানে ছিল সেখানে না রেখে দিনুকে ওখান থেকে সরিয়ে নিলেন।

এবার গল্পকার দিনু পাঠককে নন্দীগ্রাম ও খেজুরি থেকে তুলে নিলেন। দিননাথ ঠাকুরের চরিত্রটা এবার পাল্টাতে হবে। নানারকম পত্র - পত্রিকা, দৈনিক - সাপ্তাহিক - পাক্ষিক, ইংরেজিতে - বাঙলাতে পড়তে লাগলেন, সবুজ কালি দিয়ে, লাল কালি দিয়ে দাগাতে লাগলেন। সিগারেট শেষ হল, চা শেষ হল। রকিং চেয়ারে দোল খেতে খেতে, পা নাচাতে নাচাতে দিনু পাঠকের চরিত্রটা ঠিক করে ফেললেন।

দিনুকে গল্পকার নিয়ে গেলেন আইলার বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপের লোনা জলাশয় এলাকায়। সেখান থেকে পাঠালেন ত্রাণ - শিবিরে। সেখানে দিনানাথ একটা ভেজা গামছা পরে আছে। একশিরা ঢাকতে অসুবিধে হচ্ছে, এমন ছোট গামছা, ত্রাণ - শিবির থেকে এটাই পেয়েছে। পাশে বৌ - বাচ্চা, একটি ছেটো ছেলে গায়ে বোতামখোলা ময়লা ঢোলা সার্ট, তলায় পরনে কিছু নেই নেংটো, দিনুর দুটি যমজ মেয়ে ফোরে পড়ত, রোগা শরীরে চামড়া কেউ যেন আঠা দিয়ে সেটে দিয়েছে, গায়ে জামা নেই, তবে ইজের আছে, ত্রাণকর্তারা দিয়েছেন। ইজেরে দড়ি নেই, হাত দিয়ে গিট লাগাতে হয়, সহজে বাঁধন খোলে না। দিনুর বৌয়ের শরীরে ব্লাউজ নেই, একটিই শাড়ি পরনে, আরেকটি সে সঙ্গে আনতে পেরেছে। আইলার ঝড়-ঝাপটা কেড়ে নিতে পারে দুঃশাসন হার মেনেছে। ত্রাণবাবুরা সিগারেট খেতে খেতে বলেছে, জামা - কাপড় - শাড়ি ব্লাউজ এসে যাবে কিছু দিনের মধ্যেই।

পলিথিনের ছাদনাতলায় এখন ওদের আশ্রয় উঁচু মোরামের রাস্তার উপর। শুকনো চিড়ে গুড় দিয়ে খাচ্ছে, জল নেই যে ভিজিয়ে খাবে। যতটুকু পানীয় জল পাওয়া গেছে সবাই মিলে গলা ভিজিয়ে তৃষ্ণা মেটায়। একবার তো ছোট ছেলেটা জলের জন্য চেঁচাতে থাকে, তখন পাউচে করে জল আসে নি। দিনু ঠাস ঠাস করে সন্তানের দু-গালে দুটি চড় কষায়। হাউমাউ করে সন্তানটি কাঁদতে থাকে। চোখ দিয়ে সামান্য জলের ধারা বইতে থাকে। সেটাই সে জিভ দিয়ে টেনে নেয়। নাক দিয়ে জল পড়ছে সেটাও চেটে নেয় জিভ দিয়ে।

হঠাৎ ত্রাণ - শিবিরে একটা ছোটোখাটো আলোড়ন হাওয়ার ঠেউয়ে ভাসতে থাকে। কে একজন প্রাক্তন মন্ত্রী ওদের সাথে দেখা করতে এসেছেন। মন্ত্রীর ভাল ভাল কথা, সুন্দর সুন্দর কথা, আশার কথা, প্রতিশ্রুতির কথা শিবিরবাসীদের প্রাণমন জাগিয়ে দেয়। দিননাথের ইচ্ছে করে কাছে যেতে। কিন্তু পারে না লজ্জায়। ওপর পরনে যে খাটো গামছা উদোম শরীর, ওনার গায়ে ধবধবে পাঞ্জাবি - ধুতি। তবু মন্ত্রীমশাই ধবধবে ধুতি - পাঞ্জাবি কাদার হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি। ছিটে - ফোঁটা লেগে আছে। মন্ত্রীর ভ্রুক্ষেপ নেই, যারা মন্ত্রীর সাথে এসেছেন তাদের ভ্রুক্ষেপ আছে, তারা মিনারেল ওয়াটারের জল ঢেলে কাদার ছোপ তুলে দিচ্ছে। মন্ত্রী নিষেধ করছেন, শুনছে না। একজন মহিলা মন্ত্রীর গলায় মালা পরাতে আসে। প্রাক্তন মন্ত্রী হাতে নিয়ে পাশের লোকটির হাতে দিয়ে দেয়।

এসব দেখেশুনে দিননাথের ইচ্ছেপূরণ হল না। দিননাথের ইচ্ছে ছিল বলবে, 'আমার কিছু চাষের জমি ছিল, নোনা জল ঢুকে

গেছে, জমা জল সরে গেলেও, ঐ জমিতে চাষ হবে না, খাবো কি। দিননাথের আরো বলার ইচ্ছে, ঐ জমিতে চাষের জন্য সরকারি ঋণ নিয়েছিলাম। এখন সেই টাকা কিভাবে শোধ করবো। সবই আমার কপালের দোষ। ও মন্ত্রীমশাই, বলে যান, আমি এখন কি করবো? মরবো না বাঁচবো? দিননাথ বলতে পারলো না, মন্ত্রীর কাছে পৌঁছতেই পারলো না। যারা ক্রোধে ফেটে পড়ছে, ক্ষোভে - রাগে ফেটে পড়ছে, তার দিননাথকে ধাক্কা মেরে, থাপ্পর মেরে আটকে দিল। দুঃখ - যন্ত্রণা - কষ্ট বুকে বেঁধে নিয়ে গামছা - পরা দিনু পাঠক ত্রাণ-শিবিরে ফিরে এলো খালি পেটে থাকা বৌ-বাচ্চাদের কাছে। দেখলো বৌ কোথা থেকে মুড়ি জোগাড় করে এনেছে। দিননাথ অবাক বিস্ময়ে বলে 'কুথায় পেলি?' বৌ মুড়ি ভাগ করতে করতে উত্তর দেয়, 'গোরোয়া পুশাক পরা, পাগড়ি মাথায় লোকেরা দিলে।' দিননাথ মুড়ি চিবোয়। আর ভাবে, কারোর সাথে কথা কয় না। কোলের বাচ্চাটার গায়ের জ্বর, স্বাস্থ্য - শিবিরে গিয়ে বৌটাই দেখিয়ে এনেছে। দিননাথ কোলের বাচ্চাটার কোন খোঁজ খবর নেয় না। দিননাথের ভাবনাটা এই, ওর দুঃখের কথা, কষ্টের কথা মন্ত্রী মশাইকে শোনাতে দিল না ক্রোধে, ক্ষোভে ফেটে পড়া কয়েকজন মাতব্বররা। মাতব্বরদের দিননাথ চেনে না, মনে হয় অন্য গ্রামের বাসিন্দা। ওদের কাজই হচ্ছে পোদে লাগা।

কয়েক দিন বাদেই আবার একজন দিনানাথদের ত্রাণ - শিবির দেখতে এসেছেন। সব কান ঘুরে ঘুরে অবশেষে দিননাথের কানে এসেছে কথাটা। কথাটা এই, যিনি এসেছেন, তিনি মন্ত্রীর চেয়েও বড়, অনেক বড় মাপের নেতা। দিনুর সাথে সাথে অন্যেরাও সবকিছু ফেলে ছুটে দেখতে গেল বড় রাস্তার উপরে, সেই খেটো গামছা পরেই। দেখলো, তিনিও সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে এসেছেন। তার চারপাশে ছোটো ছোটো নেতারা। ক্যামেরার বাতি ঝলসে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে। হাত উঁচু করে ছবি তুলছে। বড় মাপের নেতার মুখে মৃদু হাসি। হাসিটি, দিনুর অতো বুদ্ধি নেই, বুঝতে পারে না, হাসিটি বিরক্তির নাকি আনন্দের। সে শুধু বোঝে গলায় মালা নেতাটি দেবতুল্য।

এ সবের মধ্যে দিনু পাঠকের খেয়াল হল, মন্ত্রীমশাইয়ের গলায়, বড় নেতার গলায় ফুলের মালা কোথা থেকে আসে!! এবার বোঝা গেল দিননাথ ততো বোকা - পাঁঠা নয়, যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলেই মনের মধ্যে ডঁ কি দিল 'আইলা উৎসবের মতোই নেতারা, মন্ত্রীরা ধবধবে পোশাকে যাচ্ছেন, আসছেন, কারোব গায়ে ফুল পড়ছে, কারোব গাযে কাদার ছিটেফোঁটা লাগছে।

এবার দিননাথ এগিয়ে যায় দেবতার মতো সজ্জন গৌরবর্ণ নেতাটির পায়ে কপাল ঠেকাবে বলে, কিন্তু ওনার চারপাশের বাবুরা খেটো গামছা পরা দিনুকে এগোতে দিল না। সবাই তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। ধাক্কায় ধাক্কায় দিনু বড় রাস্তার ধার থেকে এক গড়ানে নিচের জলকাদায় মিশে যায়। যখন এই পরিদর্শকের দলটা চলে যায়, তখন কালো কাদায় পড়ে থাকা দিননাথ উঠে দাঁড়ায় কাদার পোষাকে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদার চাদর দিয়ে ঢাকা, যেমন হাসপাতালের মৃতদেহকে ঢেকে রাখে। কাদায় মিশে যাওয়া, লুটোপুটি খাওয়া গামছাটা দিনুর শরীর থেকে খুলে যায়। উদোম দিনু, যদিও বোঝা যায় না যে সে উদোম, কাদায় মিশে যাওয়া ভারী গামছাটা ডান হাত দিয়ে পাতাকার মতো নাড়তে নাড়তে ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচাচ্ছে, 'দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাতে পেরেছি। আমি দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাতে পেরেছি।'

নাঃ এটাতো স্রেফ পাগলামি। গল্পকার ভাবলেন এই দৃশ্যে উলঙ্গ দিননাথকে কোথায় নিয়ে যাবেন, পাগলা গারদে, নাকি হার্টফেলে! ছোটগল্পটাকে তো এখানে শেষ করলে চলবে না। দিনুর দুঃখ - কষ্ট কেউ শুনল না, জানালো না। মন্ত্রীর কাছে, সজ্জন লোকটির কাছে ওকে পৌঁছতেই দিল না। যাদের কাছে পৌঁছল, সেইসব বিধ্বস্ত গ্রামবাসীরা আইলার ধ্বংসস্তূপের মতো শরীর - মন নিয়ে ওদের কথা শুনল বোবাদের মতো, আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল যেমন তাকিয়েছিল নোনাজলে ভেসে যাওয়া হাজার হাজার দরিদ্র চাষাভূষা, সংগ্রামী, ক্লিষ্ট পরিবারদের ঘরবাড়ির দিকে চোখের নোনা জলে। গল্পকার ভবলেন এখানেই ছোটগল্পটি শেষ করা যাক। স্পেস দিয়ে শেষ প্যারাতে দেখা যাবে আইলার গ্রামবাসীরা নতুন করে ঘরবাড়ি বাঁধছে, বৃষ্টির জলে নোনাজল ধুয়ে মুছে গেছে, জমিজমা চাষবাস করছে। কারণ হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের নতুন জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সাহায্য (প্রতিশ্রুতি) দেওয়া হয়েছে। না, না; শেষ বাক্যটা বেমানান, গল্পের সুর কেটে যাচ্ছে। আসলে কোনটাই গল্পকারের পছন্দ নয়। ফলে কিছুই ঠিক করতে না পেরে গল্পকার দিনু পাঠককে লালগড়ে দৈনিক বাজারি পত্রিকার সাংবাদিক করে পাঠিয়ে দিলো, সাথে একজন মহিলা সাংবাদিক।

।। চার।।

প্রথম শ্রেণির এই দৈনিক পত্রিকার মালিক বিনয়েন্দ্র সরকার যখন দক্ষ ঝানু সাংবাদিককে বাইরে পাঠান তখন সাথে ভাল ইংরেজি বলতে পারে এমন একজন চটপটে মহিলা - সুন্দরীকে জুড়ে দেন। দিনুর সাথে যাকে পাঠালেন তার নাম মৈত্রী দত্ত। বিনয়েন্দ্র বলেন, 'মৈত্রী তোমার সাথে যাবে। ও ভাল ক্যামেরাম্যান। স্টিল-মুভি দুটোতেই ভাল হাত আছে।' দিনু মৈত্রীকে নিয়ে এলো লালগড় লাগোয়া গ্রামের এক অত্যাচারিত পরিবারের কাছে, অফিসের জিপে, প্রেস লাগানো স্টিকার।

দরমার কোঠাঘর। বাড়িটাকে কারা যেন ভেঙেচুরে দিয়েছে। হেলেপড়া মাটির রান্নাঘরটা আস্ত আছে। সেখানেই এখন মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। এই গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘরকে, মাটির এবং দরমার, ঘিরে রেখেছে ঝোপজঙ্গল, বড় বড় গাছ— ছাতিম গাছ, কেন্দু গাছ, সাল গাছ, কাঠ - বাদাম গাছ। দাওয়ায় এক বৃদ্ধা বসে আছে। তার কাছে গিয়ে বারমুন্ডা - গেনজি গায়ে দিনু বলে, 'কেমন আছেন মা'। ডাকশুনে প্রথমেই চমকে ওঠে বৃদ্ধা হরিয়ানি, যদিও 'মা শব্দটার সাথে এই হরিয়ানির এখন আর পরিচয় নেই। তবু অবাক বিস্ময়ে তাকালো। দেখলো দিনুকে, মৈত্রীকে। এই বৃদ্ধা হরিয়ানির স্বামী জমির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছে অনেক বছর আগে। যতটা বৃদ্ধা, ততটা বুড়িয়ে যাওয়া নয়। অর্ধ উপবাস ওকে বৃদ্ধা করে দিয়েছে।

মা, আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো? চোখে দেখতে পান?

দেখতে পাই, তবে আগের মতো নয়। মানুষগুলানকে ঝাপসা দেখি।

একটি ছাগল ছাড়া বাড়িতে তো কাউকে দেখছি না? সবাই কোথায় গেল?

মৈত্রী মুভিতে চোখ রাখে, পুরো বাড়িটা প্যান করে। হরিয়ানির কাছে মুভির চোখ নিয়ে যায়। বৃদ্ধা হরিয়ানির কথাবার্তা ক্যামেরার ভিতর ঢুকে যায়।

শুনেছি এখানে তো মারামারি, কাটাকাটি লেগেই আছে।

একবার আমার মেজ ছেলের লাশ এনে বললো, এবার বল তোর বড় ছেলে কোথায়?

আমি ভয়ে পায়ে ধরে হাতে ধরে বলি, আমি জানি না। আমাকে বলে তো পালায়নি। ভেবেছিলাম এরপর ওরা চলে যাবে, যায়নি।

আবার ভয় দেখিয়ে মারার কথা বলে, ধমক দিয়ে বলে, তোর মেয়েটাকে ডাক।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, শালপাতা - শাকপাতা বিক্রি করতে হাটে গেছে।

এরপর ওরা চলে যাবার আগে বলে যায়, আমরা এসেছি কাউকে বলবি না। বললে তোর বড় মেয়েকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাব। আচ্ছা বুড়ি তোর ছোট মেয়েটাকে তো দেখছি না।

ও কেন্দুপাতা, শালপাতা কুড়োতে গেছে।

ঠিক আছে, আর শোন ভোটটা আমাদের দিবি। লাশটা রেখে গেলাম। পুঁতে ফেলবি। ছেলের লাশ দেখে কাঁদবি না, চেঁচাবি না। পূর্বদিকের জঙ্গলে গর্ত করে রেখেছি। টানতে টানতে নিয়ে যা। ফেলে দিয়ে আয়। মাটি চাপা দিয়ে আয়।

এবার মৈত্রী প্রশ্ন করে, 'লাশটা কি করলেন?'

হরিয়ানি বলতে শুরু করে, শোনো তালে, আমার বাড়ির উঠোনে লাশ রেখে গেছে শুনে লাখিয়া ছুটে এসে ওপর পাশে শুয়ে পড়লো। ওকে জড়িয়ে ধরে মাইয়্যাটা কাঁদতে কাঁদতে বইলতে লাগলো, তুই আমাকে বিয়া করবিরে বলি ছিলি। তুকে আমি ছাড়বো নারে মাতুয়া। আমি তুর পাশে শুয়ে থাকবো, উঠবো না।

সব শুনে দিনু বলে, 'এরা কোন দলের?' বৃদ্ধা এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে। মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দিননাথ বুঝতে পারে মনের ভিতর সন্ত্রাস কাজ করছে। কথা ঘুরিয়ে নেয় দিনেন্দ্রনাথ। বলে, 'আপনার মেয়ে লখিয়ার উপর কেউ তো পরে অত্যাচার করে নি?'

'এখনও করে নি, তবে করতে কতক্ষণ? ভয়ে থাকি। তবে মেয়েটা বড় সাহসী। ভয় পায় না। খালি বলে তুমি ভয় পেও না মা। একদম হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করবা না, চোখের জল ফেলবা না। জোর করে কিছু করতে এলে মেরে মাইরবো। ওরা তিনটে থাকুক, চারটে থাকুক, একটার তো গলার নালিটা কামড়ি ছিঁড়ে আনতি পারবো। বাবা গুলি খেয়ে মইরেছে, দাদাকে খুন কইরেছে, আমি ছাড়বো না, মা।'

'আচ্ছা চলি মা, ভাল থেকো' —বলেই সেখান থেকে ফিরতে থাকে দিনু এবং মৈত্রী। জিপ দাঁড় করানো আছে বড় রাস্তায়। ড্রাইভার ঝিমোচ্ছে। মানবিকতার যন্ত্রণাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে দিনু এবং মৈত্রী ঠাট্টা-ইয়ার্কি, হাসি - তামাশা করতে করতে নিজেদের আনন্দফূর্তির জগতে ফিরে এসে বলে মৈত্রী, আশেপাশের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে, 'কি সুন্দর ঝোপজঙ্গল! ভিতরে ঢোকা যায়। পথ চলতে চলতে জঙ্গলের ভিতর চাপা সরু পথ তৈরি হয়ে গেছে। লক্ষ করেছিস দিনু।'

দিননাথ যোগ করে, 'শুনশান, লোকজন নেই। একটু ভেতরে ঢুকে গেলে কেউ জানতেও পারবে না, বুঝতেও পারবে না, কে কি করছে। পাখিরা পর্যন্ত চুপচাপ। মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে, দল বেঁধে উড়ে যায়। চল ভিতরে যাই। যাবি?'

ভোগবাদে পুষ্ট বাণিজ্যিক দৈনিক পত্রিকার ঝানু সাংবাদিক দিনুর এসব কথাবার্তা মৈত্রীকে রোমাঞ্চিত করে। মৈত্রীও এতে অভ্যস্ত। 'যাবি?' এই প্রশ্নটা দেশলাই কাঠির মতো আগুন ধরিয়ে দেয় তার ভোগের নেশাকে। বলিষ্ঠ যুবক দিনুর হাত ধরে টানতে টানতে ঘন ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায়। তারপর দেখা যায় ঝোপের ডালপাতা ছটফট করছে। দশ মিনিট বাদেই শরীরী আনন্দ মিটিয়ে জিনসের চেন টানতে টানতে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে অসে ওরা দু'জনে। মৈত্রী ছুটে এসে দিনুর সামনে দাঁড়িয়ে নারীর লজ্জাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলে, 'চেনটা টেনে দে। আটকে গেছে।' দিনু চেনটা জোর দিয়ে টানতে টানতে বলে, 'সস্তা দামের জিনসের প্যান্ট কিনিস কেন? সেলারিতো কম পাস না!'

এরপর ওরা জিপে উঠল। জিপ এসে থামে একটি চায়ের দোকানের সামনে। দোকানের সামনে বেশ কয়েকজন বাঁশের বেঞ্চে বসে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। জিপ থেকে ক্যামেরা চোখে নিয়ে মৈত্রী এবং দিনু নামে। দোকানের সামনে ওরা দু'জনে এসে দাঁড়ায়। ওদের কিছু কথাবার্তা শুনতে পায় দিনু। ওদের আলোচনার বিষয় থেকে দিননাথ বুঝতে পারেঃ কাজকম্মো নেই, তাও দু'চারটাকা যা হয় তারই হিসেব - নিকেশ, সামান্য কিছু টাকা - পয়সার জন্য ওরা অনেকেই জড়িয়ে পড়েছে কালো ব্যাবসায়, চোরাই কারবার এদের সাথে। অনেকে আবার টাকা - পয়সার লোভ দেখিয়ে পার্টির কাজে টেনে নিচ্ছে। ওদের মনে ভয়-সন্ত্রাস আঠার মতো লেগে আছে।

মৈত্রী এবং দিনুকে দেখে ওরা সবাই সেখান থেকে চলে যায়। দিনু বলেছিল, 'যাচ্ছো কেন ভাই, আমরা সাংবাদিক। পত্রিকা অফিস থেকে এসেছি।' তবু ওরা এ কথার উত্তর না দিয়ে চলে যায় চুপচাপ। বাঁশের পুরনো মাচায় বসে দিনু চা, বিস্কুট ডিম - ভাজা দিতে বলে। একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে বসে ড্রাইভার কার্তিক বলে, সে ডিম ভাজা খাবেনা, পাওয়া গেলে মুড়ি বাতাসা খাবে। কার্তিকের বয়স হয়েছে। চায়ের দোকানের মালিক পরাশর ঘড়ুই জানালো, 'পাওয়া যাবে'।

শুরু করে দিনু, 'আচ্ছা জিপে করে আসতে দেখলাম রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটা বড় গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। ওসব কি বন দপ্তরের লোকেরা কেটে ফেলে রেখে গেছে? নাকি রাস্তা অবরোধের জন্য পার্টির লোকেরা ফেলে রেখে গেছে?

চা করতে করতে গম্ভীর জবাব পাওয়া যায় পরাশরের কাছ থেকে, 'বলতে পারবো না। বন দপ্তরের অফিস ক্রোশ খানেক। ওখানে গেলেই সব কথা জানতে পারবেন। সেখানে পার্টি অফিসও আছে, ও না, ওটা মাসখানেক আগে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিন, চা-টা ধরুন, ডিম ভাজাটা ধরুন। তবে এখানকার গ্রামবাসীরা অভাবের তাড়নায় গাছের ডাল - পালা কেটে বিক্রি করে। আবার বাড়ি নিয়ে গিয়ে নানারকম কাঠের জিনিস তৈরি করে। এখন সেটাও পারে না, বন দপ্তরের কড়াকড়ি নজরে।

একটু পরেই একটা ঠোঙায় মুড়ি - বাতাসা ভরে ড্রাইভারকে দেয়। খেতে খেতে দিনু আলাপ জমাবার চেষ্টা করে, 'এখন তো লালগড়ের খবর চারদিকে দৈনিক পত্র-পত্রিকায়, টিভির নানারকম সংবাদ চ্যানেলে শুধু লাগগড়, আর লালগড়। সেজন্যে আমরা এখানে এলাম এখানকার মানুষের সাথে কথা বলতে, চাক্ষুষ দেখতে। কোনো নেতা - টেতার সাক্ষাৎকার নেব না, গোগাযোগও করবো না। সেজন্য বলছি, আপনার কেমন চলছে, আপনার পরিবারের লোকেরা নিরাপদে আছে তো। দেখুন আপনার নামও আমরা জিজ্ঞেস করিনি। আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।'

দিনুর এরকম স্পষ্ট কথাবার্তা শুনে চা-কর্তা সহজভাবে বলতে থাকে, 'একবার একদলের পার্টির লোকেরা এসে চায়ের দোকান ভেঙে দিয়ে যায়, কারণ ওরা ছয়জন এসে চা-বিস্কুট খেয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি দাম চাইতেই, আমাকে ধাক্কা মেরে, ফেলে দিয়ে দোকানটা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। এর আগেও দু'একবার চা - টোস্ট খেয়ে দাম দেয়নি। তখন বলেছিল পরে দিয়ে যাব। আবার দেখুন, গ্রামেরই কিছু লোক এসে ভাঙা দোকানটা জোড়া লাগাতে আমাকে সাহায্য করে। তবু ভরসা পাই না, ভয়ে ভয়ে থাকি। হাতে পায়ে ধরে থাকতে হচ্ছে। একবার যদি প্রতিরোধ করে ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া যায়, ভাবি, কিন্তু কিছু করতে পারি না। আমরা তো খুবই গরিব কোন রকমে পরিবার নিয়ে বেঁচেবত্তে আছি, সামান্য কিছু জমিজমা আছে। আপনাদের বিশ্বাস করে অনেক কথা বলে ফেল্লুম।' চা - কর্তা পরাশর ঘোড়ুই থেমে যায়। সতর্ক মুখটা আবার গাম্ভীর্যে জমাট। আরো দু-তিনজন খদ্দের এসে গেছে। চা-করতে ব্যস্ত চা-কর্তা। রাস্তার ধারেই চায়ের দোকানটা। কোনরকমে চলে যাচ্ছে ছ'জনের পরিবার। চা-কর্তার। পরিবার থাকে গ্রামে। চলি বলেই দিনু এবং মৈত্রী উঠে পড়ে। যেতে যেতে শুনতে পায়, 'লিখবেন, আমরা ভাল নেই, সন্ত্রাস নিয়ে কোনো রকমে বেঁচে বত্তে আছি।'

জিপে ওঠে। সতর্ক কার্তিক গাড়ি চালায় লালগড়ের বিরল জনপদের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ নজরে আসে। একটা বিশাল তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসে কলকাতার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী, গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলছেন। ওরা জিপ থেকে নেমে সেখানে যায়। একজন প্রবীণা অভিনেত্রী, এখন যাত্রায় অভিনয় করেন, চোখে সানগ্লাস, মোটা হলেও পরনে জিন্সের কালো প্যান্ট, পায়ে গোড়ালি থেকে একধাপ গোটানো, এরকম আরও দুতিনজন মহিলা। তার মধ্যে একজন মহিলা কবি আছে। একজন বয়স্ক লোক এসেছেন, পরনে রঙীন ধুতি, গেরুয়া পাঞ্জাবি, মুখে লম্বা দাড়ি। মৈত্রী দেখে বলে, 'লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি, বোধহয় ছবি - টবি আঁকেন, শিল্পী।'

দিননাথ মৈত্রীর কথাটা শুধরে দেয়, 'দূর পাগলি, কি আবোল তাবোল বকছিস? উনি হচ্ছেন নাট্যকার, নামটাই যা মনে পড়ছে। উনি যে বিদেশী নাট্যকারের সংলাপ চুরি করে নিজের নাটকে বসান, সেটা বিষয় করে এক নাট্য পত্রিকায় আর্টিক্যাল বেরিয়েছিল, আমি নিজে পড়েছি। উত্তরে মৈত্রী বলে, না না, দিনু তুই ঠিক বলছিস না। তুই যার কথা বলছিস, ওর বয়স কম। মনে হচ্ছে বসু টসু হবে। কে যে ঠিক, কে যে বেঠিক ওদের ছোট্ট তর্কটা থেমে যায়। কাছে ওরা সেখানে বসে পড়ল। মৈত্রী মুভি বের করে ছবি নিতে থাকে। দিনু শোনে ওদের কথাবার্তা। ওরা শুনছে, গ্রামবাসীদের সুখ দুঃখের কথা, ওরা শুনছে এ পার্টি - সে পার্টির অত্যাচারের কথা, ওরা শুনছে জুলুমবাজির কথা। ওরা শুনছে কিভাবে ওরা প্রতিরোধ করছে। একজন যুবক এবং মহিলা কবি প্রশ্ন করে, 'ধর্ষণ করেনি কেউ? মেয়েদের তুলে নেয় নি কেউ?' গ্রামবাসীদের ভিড় ছিল না। মাত্র দশ - বার জন ছিল। তাদের মধ্যে একজন লুঙ্গি গেনজি পরা যুবক বলে উঠল, 'আমাদের গ্রামের একটি মেয়ে বাদলি নাম, শহরে যায়, বাবুদের বাড়ি কাজ করতে, সেই মেয়েটি টাকা খেয়ে ধর্ষনের কাজটা করেছিল। পেপারে উঠেছিল। এ নিয়ে পেপারঅলারা হৈ চৈ করেছিল। ওর বাবা - মা - ভাই - বোন বাদলিকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় আছে জানি না।' তাকে থামিয়ে দিল গ্রামেরই এক মাতব্বর, প্যান্ট ফুল সার্ট পরা, চোখে দামি চশমা। নাম তার সাগিনা সরেন।

সভা চলছিল। একজন যুবক গ্রামবাসী উঠে পড়ল; সে চলে যাচ্ছে পিছু পিছু দিনু এবং মৈত্রী উঠে পড়ল। সেসময় কালো সানগ্লাস পরা প্রবীণা অভিনেত্রী, এখন যাত্রায় অভিনয় করেন, মৈত্রীকে ডেকে বলে, 'প্লিজ যাবেন না, আমার একটা ছবি তুলুন'। বলেই বয়স্কা কালো সানগ্লাস পাসের একটা উদোম রুগ্ন বাচ্চা ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে, ব্যাগ থেকে মিনারেল ওয়াটার বের করে ওর মুখে ঢেলে দিতে দিতে বলে, 'তুলুন'। মৈত্রী অভিনেত্রীর অনুরোধ রাখে। তারপর উঠে আসা যুবক গ্রামবাসীটির সাথে মৈত্রী - দিনু হাঁটতে হাঁটতে এগোয়। কথাবার্তা শুনে দিননাথের মনে হল, যুবকটি লেখাপড়া জানে, তা না হলে বুকপর্যন্ত লম্বা সাদা দাড়িঅলা বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে এ কথাটা বলতে পারে! কথাটা হচ্ছে বিবেকানন্দের ঃ 'হে সাদা দাড়ি তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পার! তোমারই জয় জয়কার!' দিনু পাঠক শুনে অবাক। যে বইটি থেকে গ্রামবাসী যুবকটি এই বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে কোট করেছে, সেটি দিননাথও পড়েছে, 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' বইতে।

।। পাঁচ।।

এরপর গল্পকার আর এগোতে পারছে না। দিননাথ এখন কি করবে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যমিথ্যা বসিয়ে অনেক কাহিনী তো দিননাথ শোনালো। যেমন যেরকম, ঘরদোর কুঁড়েঘর পোড়ানো, অনাহারে শূন্য হাঁড়ি, নেভা উনুন, শাক - সব্জি বেচে খায় এমন যুবতীকে ধর্ণণ, পার্টি - দলাদলি, দরিদ্র গ্রামবাসীদের সাথে দরিদ্র গ্রামবাসীদের গুলি- হাতকাটা - পা কাটা, পড়ে থাকা লাশ, ত্রাণ - শিবির, টাকার আমদানি, সবকিছুই দিনেন্দ্রনাথ পাঠকের দৌলতে দেখলাম, পড়লাম, ভাবলাম।

তারপর? গল্পকারের কলম থেমে গেছে। গল্পটার শেষে চমক, চাবুক, অপার বিস্ময় কিভাবে দেখাবেন গল্পকার ভাবতে পারছেন না বরং 'শেষ হয়েও হয় না যে শেষ' ছোটগল্পের শুধুমাত্র এই শর্তটা মেনে, ছোটগল্পটাকে শেষ না করে দিনু পাঠকের কাঁধের দু'ধারে বিশাল সোনালি ডানা লাগিয়ে দেন। এবার দিনু বিশাল চিল হয়ে যায়, জীবনানন্দের 'সোনালি ডানার চিল'। দিনু পুনরায় সোনালি ডানা মেলে উড়তে উড়তে চলে এলো সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে। শিকড় উপড়ে পড়ে যাওয়া এক বিশাল ইউকেলিপ্টাস গাছের উঁচু ডালে বসে সন্ধানি চেদাক ক্যামেরার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ঝিল-পুকুর-ডোবা-জমিজমা নোনা জলের বানভাসিতে ভেসে যায় মাছ - কাঁকড়া - সাপ-ব্যাঙ। বিষ -জল খেয়ে ভেসে যায় গরু - ছাগল-হাঁস-মুরগি-পাখি। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। পিচ-কালো নোনা জলে ন্যাতিয়ে গেছে, পচে গেছে পান - আলু-শাকসবজি। বাদা অঞ্চলের আধামরা মানুষগুলো উঁচু সড়কে ত্রাণ - শিবিরের বাইরে - ভিতরে ঢুকে হায় অন্ন, হায় অন্ন, জল দাও, জল দাও' চেঁচামেচিতে কাড়াকাড়িতে মারামারিতে হৃদয় বিদারক শব্দাবলি জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আর সহ্য করতে পারছে না সোনালি ডানার চিল। উঁড়ে যায়।

আবার সোনালি ডানা মেলে উড়তে উড়তে দিনু পুনরায় চলে যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে। একটি সাল গাছের মগডালে বসে সন্ধানি ক্যামেরার চোখে দেখে কুঁড়েঘর পুড়ছে, পার্টি অফিসে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে, লাশ পড়ে আছে, বন্দুকের আওয়াজ, বোমার আওয়াজ, নির্যাতিত - অত্যাচারিত গ্রামবাসীর গনগনে চিৎকার, ভাঙাচোরা মুখে গভীর বিষণ্ণতার মেঘ। শরীরে অশুচি ক্ষতের যন্ত্রণায় নারীর চিৎকার, বাঁচাও বাঁচাও।

অসহায় দিনু কাঁদছে, সোনালি ডানার চিল কাঁদছে। কান্নার জলে ভিজে গেছে শব্দমালাঃ

তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!